সংবাদ

12 APR 2008

ফলোআপ

স্বরূপকাঠি কলেজে অধ্যক্ষের দুর্নীতি
বিভিন্ন হিসাবে লাখ লাখ টাকা গরমিল
উপাধ্যক্ষের দায়িত্ব নিতে অনীহা

প্রতিনিধি, স্বরূপকাঠি

সরকারি স্বরূপকাঠি কলেজের অধ্যক্ষ সদ্য বদলির আদেশপ্রাপ্ত এ জেট এম নাজমুল আজিজকে গত তিন দিন ধরে শিক্ষক-কর্মচারীরা পালাক্রমে পাহারা দিচ্ছেন। অধ্যক্ষের দায়িত্বভার হস্তান্তর করতে এসে কলেজ তহবিলের ৮ লক্ষাধিক টাকার হিসাবে গরমিল ধরা পড়ার পর গত ৭ এপ্রিল থেকে তাকে নজরদারিতে রাখা হয়েছে। চলতি বছরের এইচএসসি ও ডিগ্রি পরীক্ষার ফি বাবদ ১ লাখ ৩০ হাজার টাকাসহ ২০টি হিসাব নম্বর থেকে ৮ লক্ষাধিক টাকা আত্মসাতের ঘটনা বেরিয়ে আসার পর শিক্ষকদের নেতৃত্বে নজরদারি শুরু হয়। লাখ লাখ টাকা হিসাবে গড়মিল রেখে উপাধ্যক্ষ আবদুর রউফ দায়িত্ব গ্রহণে অনীহা দেখাচ্ছেন।

জানা গেছে, ২০০৪ সালের এপ্রিল মাসে এ জেট এম নাজমুল আজিজ এ কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। তারপর থেকে অফিস সহকারীদের যোগসাজশে ব্যাপক আর্থিক অনিয়ম করতে থাকেন। ডিগ্রি বিভাগ ওয়ারি কমিটি ও প্রকল্প কমিটিকে উপেক্ষা করে একক ক্ষমতায় অর্থ ব্যয়ের নামে লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেন। এক পর্যায়ে ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারীরা অধ্যক্ষের অনিয়মের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলে ক্যাম্পাসে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে শিক্ষা দপ্তর তাকে গত ২৪ মার্চ মাদারীপুরে বহরামপুর কলেজে বদলি করেন। তারপর গত ৭ এপ্রিল নাজমুল আজিজ দায়িত্বভার 'হস্তান্তর' করতে স্বরূপকাঠি কলেজে আসেন। এ সময় কলেজের ৩৫টি ব্যাংক হিসাব মিলাতে গিয়ে ২৯টি হিসাব নম্বরে ৮ লাখ ১৪ হাজার টাকা আত্মসাতের রহস্য বেরিয়ে আসে।

সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা হলো চলতি বছরের এইচএসসি ও ডিগ্রি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করা ১ লাখ ৩০ হাজার ১০০ টাকা ব্যাংকে জমা দিয়ে পুরোটাই আত্মসাৎ করেন। তা ছাড়া বিভিন্ন উন্নয়ন খাতের টাকা থেকে কোন কাজ না করে আত্মসাতের ঘটনাও বেরিয়ে আসছে। এ ব্যাপারে অধ্যক্ষ এ জেট এম নাজমুল আজিজের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, সামান্য কিছু টাকা গড়মিল আছে। অফিস সহকারী শহীদুল ইসলাম কিছু টাকা আত্মসাৎ করেছেন।